গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এর ইতিহাস

০১. অধিদপ্তর পরিচিতি

গণগ্রন্থাগার গণতান্ত্রিক সমাজের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, অর্জিত শিক্ষার সংরক্ষণ ও স□প্রসারণ, স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হবার পরিবেশ সৃষ্টি, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধের বিকাশ এবং সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনে তথ্য পরিবেশন প্রভৃতি কাজে গণগ্রন্থাগারের অনন্য সাধারণ ভূমিকার প্রেক্ষাপটে তৎকালীন সরকারের শিক্ষা বিভাগের ১০-০৫-১৯৫৫ তারিখের ১৪৯১-শিক্ষা সংখ্যক আদেশ বলে "সোস্যাল আপলিফট" প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। ১৯৫৮ সালের ২২ মার্চ ১০,০৪০ খানা পুস্তকের সংগ্রহ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গ্রন্থাগারটির দ্বারোন্মোচন করা হয়। ১৯৭৭ সালে গ্রন্থাগারটিকে শাহবাগ এলাকায় বর্তমান অবস্থানে নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তর করা হয় এবং ০৬-০১-১৯৭৮ তারিখে নতুন ভবনে গ্রন্থাগার উদ্বোধন করা হয়। এ গ্রন্থাগার দেশের গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল প্রতিষ্ঠান (Apex Organization) হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশ অভ্যুদ্বয়ের পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীন রাজশাহীতে ১৯৮৩ সালে ১৮,৫৭০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট একতলা ভবন নির্মাণ করা হয়। ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রন্থাগারটি ১১,০০০ পুস্তক নিয়ে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

প্রশাসনিক পূণর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি (এনাম কমিটি) সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহ ও বিলুপ্ত বাংলাদেশ পরিষদের অধীনে জেলা ও তৎকালীন মহকুমা (বর্তমানে জেলা) পর্যায় পর্যন্ত পরিচালিত গ্রন্থাগারসমূহ (তথ্য কেন্দ্র) সমন্বয়ে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর গঠনের পক্ষে সুপারিশ করে। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ের ০৯-১১-৮৩ তারিখে ৭০০২/১/সিভ-১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মূলে উক্ত সুপারিশ অনুমোদিত হয়। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৮৩ সালে বিলুপ্ত বাংলাদেশ পরিষদকে বিদ্যমান গণগ্রন্থাগার এর সাথে একীভূত করে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বর্তমানে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীনে নিম্নেক্ত ৭০টি সরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে :

১ X সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার (ঢাকায়)

৫ X বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় সদরে)

৫৮ X জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার (৫৮টি জেলা সদরে)

২ X উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার (জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও বকিশগঞ্জ উপজেলা)

৪ X শাখা গ্রন্থাগার [ঢাকায়- ২টি, (আরমানিটোলা, মোহাম্মদপুর) রাজশাহীতে- ১টি (সোনাদিঘীর পাড়) ময়মনসিংহে- ১টি

(ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)।]

মোট : ৭০টি।

০২. রূপকল্প (Vision)

- জ্ঞানমনস্ক আলোকিত সমাজ।

০৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

- দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে বিজ্ঞান ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক সুবিধাদি-সম্বলিত সময়-সাশ্রয়ী পাঠকসেবা ও তথ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় বিকশিত ও সমৃদ্ধকরণ।

০৪. কার্যাবলী

- বিদ্যমান গণগ্রন্থাগারসমূহের জন্য পাঠক-চাহিদা মোতাবেক পাঠসামগ্রী সংগ্রহ, সংগঠন, বিন্যাস, সংরক্ষণ ও বিতরণ।
- পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করতে জাতীয় দিবসসমূহে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন- রচনা, বইপাঠ, ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি, পাঠচক্র ইত্যাদি অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার ও সনদ প্রদান।
- পাঠকসেবা, রেফারেন্স ও তথ্যসেবা এবং পুস্তক লেনদেন সেবা বৃদ্ধিকরণ।
- জাতীয় ও বিভাগীয় গণগ্রন্থাগারসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-ভিত্তিক ইন্টারনেট সেবা প্রদান।
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- বিল গেটস ফাউ-েশন এর অর্থায়নে ব্রিটিশ কাউন্সিল, ঢাকা-এর মাধ্যমে সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারসহ বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের ২৫টি সরকারি গণগ্রন্থাগার আধুনিকায়ন করা।
- ৬টি জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ এবং প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও পাঠ সামগ্রী ক্রয় ও সরবরাহকরণ।

০৫. লাইব্রেরি স্থাপনাসমূহ :

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত ৬৮টি সরকারী গণগ্রন্থাগারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হল :

ক. সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার : ঢাকা মহানগরীর শাহবাগ এলাকায় ৩.০২ একর জমির উপর এই গণগ্রন্থাগারটি অবস্থিত। এখানে ৬২,৩০০ বর্গফুট ব্যবহারিক এলাকা নিয়ে একটি ত্রিতল লাইব্রেরি ভবন রয়েছে। এই ভবনে একটি সাধারণ পাঠকক্ষ, একটি বিজ্ঞান পাঠকক্ষ, একটি রেফারেন্স পাঠকক্ষ, বুক স্ট্যাক, পৃথকভাবে একটি শিশু-কিশোর শাখা, দুইটি সেমিনার কক্ষ, প্রশাসনিক এলাকা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধাদি রয়েছে। এছাড়া এই ক্যাম্পাসে অত্যাবশ্যকীয় কর্মচারীদের জন্য ৮ ইউনিট বাসা, ২টি ৫০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাবষ্টেশন ও ৫২৫ আসনের একটি মিলনায়তন রয়েছে।

শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন : ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের বিদ্যমান মিলনায়তনটিকে সরকার কর্তৃক ১৯৯৯ সালে কথাশিল্পী শওকত ওসমান-এর নামে “শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন” হিসেবে নামকরণ করা হয়। এই মিলনায়তনটিতে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র ও নাট্য উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে রাজধানীর একটি অন্যতম সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। মিলনায়তনটি একটি নীতিমালার ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে ভাড়া দেয়া হয়। ভাড়ার হার পূর্ণদিবসের জন্য ১১,৫০০/- টাকা এবং অর্ধদিবসের জন্য ৬,৯০০/- টাকা।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার : চট্টগ্রাম মুসলিম ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে নির্মিত চারতলা গ্রন্থাগার ভবনে ৪৬,০০০ বর্গফুট ব্যবহারিক এলাকায় ৪টি পাঠকক্ষ, ২টি বুক স্ট্যাক এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি বিদ্যমান রয়েছে।

খুলনা বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার : খুলনা বিভাগীয় সদরে বয়রায় ২.২৪ একর জমির উপর মোট ২২,৫০০ বর্গফুট ব্যবহারিক এলাকা বিশিষ্ট দ্বিতল ভবনে বর্তমানে ২টি পাঠকক্ষ, বুক স্ট্যাক এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি বিদ্যমান রয়েছে।

রাজশাহী বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার : রাজশাহী বিভাগীয় সদরে মেডিকেল কলেজের বিপরীতে ৩.৮০ একর জমির উপর নির্মিত একতলা গ্রন্থাগার ভবনে মোট ১৬,৭২০ বর্গফুট ব্যবহারিক এলাকায় একটি বৃহদাকার পাঠকক্ষ, রেফারেন্স পাঠকক্ষ, বুক স্ট্যাক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া লাইব্রেরি ক্যাম্পাসে গ্রন্থাগারিকের বাসা, ২ ইউনিট স্টাফ কোয়ার্টার ও নামাজ কক্ষ রয়েছে।

সিলেট বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার : সিলেট বিভাগীয় সদরে স্টেডিয়ামের পূর্ব পার্শ্বে ০.৪২৩৩ একর জমির উপর নির্মিত ২১,৫২৪.৮৪ বর্গফুট ব্যবহারিক এলাকা বিশিষ্ট ৪র্থ তলা গ্রন্থাগার ভবন ও অন্যান্য স্থাপনা রয়েছে। ভবনটিতে একটি সাধারণ পাঠকক্ষ, একটি পত্র-পত্রিকা ও রেফারেন্স পাঠকক্ষ, একটি শিশু পাঠকক্ষ, একটি ১০০ আসনবিশিষ্ট অডিটরিয়াম, পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক নামাজের কক্ষ বিদ্যমান। এছাড়া চার ইউনিটের টিনশেড ডরমেটরি রয়েছে।

বরিশাল বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার : বরিশাল বিভাগীয় সদরে বি.এম কলেজের সন্নিকটে ২৫,২১১.৫০ বর্গফুট ব্যবহারিক এলাকা বিশিষ্ট ০.৫০ একর জমির উপর ৪র্থ তলা গ্রন্থাগার ভবনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান। ভবনটিতে একটি সাধারণ পাঠকক্ষ, একটি বিজ্ঞান ও রেফারেন্স পাঠকক্ষ, একটি শিশু পাঠকক্ষ, একটি ১০০ আসনবিশিষ্ট সেমিনার কক্ষ এবং একটি নামাজের কক্ষ বিদ্যমান। এছাড়া চার ইউনিটের টিনশেড ডরমেটরি রয়েছে।